যুগান্তর

তারিখ 22 JAN 2009
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

দেশ স্বাধীন হওয়ার পর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান অতীত ভিসিদের কুকীর্তির কথা স্মরণ করে দেশের শ্রেষ্ঠ বিদ্বানদের বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নিয়োগ দিয়েছিলেন— বঙ্গবিবেক আবুল ফজল, কৃতী গবেষক ও ভাষাতাত্ত্বিক ড. মুহম্মদ এনামুল হক, বোস অধ্যাপক ড. আবদুল মতিন চৌধুরী এবং লোকতাত্ত্বিক, কবি, গবেষক ড. মযহারুল ইসলাম।

মা হ মু দু ল বা সা র

দু'রকমের উপাচার্য

বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য এমনই একটি গুরুত্বপূর্ণ পদ- যাদের ভূমিকা আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে এবং বাংলাদেশের কয়েকটি উপন্যাসেও স্থান পেয়েছে। কারও কারও ভূমিকা গৌরবোজ্জ্বল, কারও কারও ভূমিকা কালিমালিপ্ত।

এটা একটি রাজনৈতিক পদ। যে সরকার ক্ষমতায় আসে, সেই সরকারই তার দলের আনুগত্যের দিক বিবেচনা করে উপাচার্য নিয়োগ দিয়ে থাকে।

দলীয় সরকারের দ্বারা নিয়োগপ্রাপ্ত হলেও যারা বিবেকবান, ব্যক্তিত্বসম্পন্ন, সংস্কৃতিবান, তারা চেষ্টা করেন বিবেকের অনুশাসন সামনে রেখে ভারসাম্যমূলক কার্যক্রম বজায় রাখতে। শহীদ বুদ্ধিজীবী আনোয়ার পাশার কালোত্তীর্ণ উপন্যাস 'রাইফেল রোটি আওরাত'-এ দু'জন উপাচার্যের প্রসঙ্গ উল্লেখ করা হয়েছে। একজনের ভূমিকা ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে স্থান পাওয়ার মতো, তিনি ছাত্র-শিক্ষক-অভিভাবকসহ সর্বস্তরের মানুষের শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা অর্জন করেছেন। অন্যজন ছিলেন কুখ্যাত মোনায়েম খানের দালাল। আইয়ুব খান-মোনায়েম খানরা যা হুকুম করেছেন, তাই তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী-শিক্ষক-শিক্ষিকার মাথায় চাপিয়ে দিয়েছেন। বিশ্ববিদ্যালয়কে তিনি হুকুমের উপনিবেশে পরিণত করার চেষ্টা করেছেন। এদের কারণে বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো মুক্তাঙ্গনও প্রতিক্রিয়াশীলতার দুর্গে পরিণত হয়।

যে দু'জনের কথা আনোয়ার পাশা তার উপন্যাসে উল্লেখ করেছেন, তাদের একজন বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী, অন্যজন ড. ওসমান গনি। 'রাইফেল রোটি আওরাত' থেকে একটি অংশ তুলে দিচ্ছি :

'মোনায়েম খানের অধীনে অতি দোর্দণ্ড প্রতাপে ভাইস চ্যান্সেলরগিরি করেছেন জনাব ওসমান গনি। কি যে ভয়ে ভয়ে তখন কেটেছে, সুধীজনদের দিনগুলো! কবে কোন ছাত্র এসে তাদের পিটিয়ে দেয় সেই এক ভয়। তার ওপর ভয় চাকরির। কোন কারণে অপছন্দ হলেই হল, কোন দিক দিয়ে ফাঁক বের করে দয়া করে একটা চিঠি পৌঁছে দেবে তোমার বাড়িতে— অমুক দিন থেকে তোমার চাকরির দরকার নেই আর। ওদের দু'জনের মধ্যে তো ছিলেন পাঁড় মূর্খ— বাংলা বিভাগের তৎকালীন অধ্যক্ষ আবদুল হাইকে রবীন্দ্র সঙ্গীত লেখার ফরমায়েশ দিয়েছিলেন এবং আর একজন? কেবল নিজের উচ্চাভিলাষ পূরণের জন্য যিনি একজন মূর্খের তাঁবেদার হতে পারেন তার নাম কি দেয়া যেতে পারে? সে কি যেমন তেমন তাঁবেদারি? হুজুরের নির্দেশে ছাত্রদের ডিগ্রি কেড়ে নেয়া থেকে শুরু করে ছাত্র নামধারী গুণ্ডা লেলিয়ে দিয়ে অধ্যাপককে পেটানো কোনটাই বাদ যায়নি। অতঃপর আবু সাঈদ চৌধুরী যখন এলেন! উনিশশ' সাতচল্লিশ খ্রিষ্টাব্দের পনেরোই আগস্টের মতো মনে হয়েছিল দিনটাকে। .... ওসমান গনির পর আবু সাঈদ চৌধুরী ছিলেন ঠিক তেমনি।'

অভিমত

এত বড় উচ্চ পদে বসে যারা হুকুমের তাঁবেদারি করেন, বিবেক ও ব্যক্তিত্ব বিসর্জন দিতে পারেন, তারা যে সার্কাসের ক্লাউন, বড় পদে বসেও মেরুদণ্ডহীন ভাঁড় হতে পারেন— তারই চিত্র তুলে ধরেছেন লব্ধপ্রতিষ্ঠ ঔপন্যাসিক শওকত আলী তার তিন খণ্ড উপন্যাসে : 'দক্ষিণায়নের দিন', 'কুলায় কালস্রোত' ও 'পূর্বরাত্রি পূর্বদিন'-এ। চিন্তাশীল লেখক আহমদ ছফা তার 'গাভীবিত্তান্ত' উপন্যাসেও একজন মেরুদণ্ডহীন উপাচার্যের চরিত্র অংকন করেছেন। চরিত্রটির নাম মিয়া মোহাম্মদ আবু জোনায়েদ।

আমাদের শিক্ষা আন্দোলনের ইতিহাসে ড. সৈয়দ সাজ্জাদ হোসাইন একটি কলংকিত নাম। ১৯৭১ সালে তিনি ছিলেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য। যে গুণধরেরা বিশ্বের কাছে মিথ্যার ফিরিস্তি তুলে ধরে বিবৃতি দিয়েছিলেন : বাংলাদেশে পাক হানাদাররা কোন শিক্ষক-বুদ্ধিজীবীকে হত্যা করেনি, ছাত্রীর অঙ্গ কেড়ে নেয়নি, তিনি ছিলেন তাদেরই একজন। তার কদর্য ভূমিকার কথা লেখা আছে সবিস্তারে, 'ক্রীতদাস-৭১' নামক গ্রন্থে।

দেশ স্বাধীন হওয়ার পর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান অতীত ভিসিদের কুকীর্তির কথা স্মরণ করে দেশের শ্রেষ্ঠ বিদ্বানদের বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নিয়োগ দিয়েছিলেন— বঙ্গবিবেক আবুল ফজল, কৃতী গবেষক ও ভাষাতাত্ত্বিক ড. মুহম্মদ এনামুল হক, বোস অধ্যাপক ড. আবদুল মতিন চৌধুরী এবং লোকতাত্ত্বিক, কবি, গবেষক ড. মযহারুল ইসলাম। তারা কোন অন্যায়ের কাছে মাথা নত করেননি, কারও তাঁবেদারি করেননি, তারা ব্যক্তিত্ব-বিবেক কোনটাই বিসর্জন দেননি। শুধু রাজনৈতিক কারণে পঁচাত্তর-পরবর্তীকালে ড. আবদুল মতিন চৌধুরী ও ড. মযহারুল ইসলাম দীর্ঘদিন কারাভোগ করেছেন। দেশের প্রধান কবি শামসুর রাহমান তাদের মুক্তির জন্য বিবৃতি দিয়েছিলেন।

দু'জন উপাচার্য ১৯৭১ সালে আমাদের মুক্তিযুদ্ধে প্রত্যক্ষ, গৌরবময় ভূমিকা রেখেছেন : একজন বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী ও অন্যজন ড. এনাম মল্লিক।

বর্তমানে যিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য পদে নিয়োগ পেয়েছেন— ড. আআমস আরেফিন সিদ্দিক, তিনি একজন লড়াকু মানুষ। আমরা চাই, নিয়মতান্ত্রিকভাবে ড. আরেফিন সিদ্দিকের মতো বিবেকবান, ব্যক্তিত্বসম্পন্ন, মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বিশ্বাসী মানুষকে প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য পদে নিয়োগ দেয়া হোক। আমরা চাই না, ছাত্ররা বা ছাত্রলীগের অতি উৎসাহীরা এ ব্যাপারে নাক গলাক।

মাহমুদুল বাসার : শিক্ষক